প্রথম আলো

02 FEB 2015

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৫ উদ্বোধন শেষে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছবিতে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, বেলজিয়ামের লেখক ফাদার দ্যতিয়েনসহ বিশিষ্টজনদের দেখা যাচ্ছে ● ছবি : বাসস

শুরু হলো অমর একুশে গ্রন্থমেলা

মাসুম আলী ●

প্রতীক্ষার অবসান ঘটল গ্রন্থানুরাগীদের। ফেব্রুয়ারির প্রথম দিনেই সেই চেনা দৃশ্য শাহবাগ থেকে দোয়েল চত্বর অবধি। নানা বয়সের নারী-পুরুষ-শিশু দল বেঁধে এগিয়ে চলেছে বাংলা একাডেমির দিকে, অমর একুশের গ্রন্থমেলায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শীতের অপরাহ্নে গতকাল রোববার মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। একই সঙ্গে এবার তিনি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনেরও উদ্বোধন করলেন। এরপর সাধারণ মানুষ মুখর করে তুলল মেলা প্রাঙ্গণ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অজ্ঞতা, অন্ধকার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের তরুণ প্রজন্ম গ্রন্থের আলোয় আলোকিত হয়ে সমস্ত অজ্ঞতা, অন্ধকার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।'

প্রধানমন্ত্রী বেলা তিনটায় গ্রন্থমেলা ও সাহিত্য সম্মেলন

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

শুরু হলো অমর একুশে গ্রন্থমেলা

শেষ পৃষ্ঠার পর

উদ্বোধন করেন এবং উদ্বোধনী স্মারকে স্বাক্ষর করেন। শিল্পী লিলি ইসলামের নেতৃত্বে সংগীত সংগঠন উত্তরায়ণ-এর শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত এবং অমর একুশের ঐতিহাসিক সংগীত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে পাঠ করা হয়। দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হয় ভাষা-আন্দোলনের অমর শহীদদের।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সংস্কৃতিসচিব রণজিৎ কুমার বিশ্বাস। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন জার্মানির সাহিত্যিক হান্স হার্ডার, ফরাসি লেখক ফ্রাঁস ভট্টাচার্য, বেলজিয়ামের সাহিত্যিক ফাদার দ্যতিয়েন এবং ভারতের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, গবেষক ও ভাষাবিদ পবিত্র সরকার। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করে শিশুশিল্পী সিদরাতুল মুনতাহা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দেশে বিরোধী জোট যে ধ্বংসাত্মক সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে, তা যেকোনো শুভবুদ্ধির মানুষের কাছেই নিন্দনীয়। সাধারণ মানুষের ওপর আগুন-সন্ত্রাস চালিয়ে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির বিরুদ্ধে লেখক-শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মীসহ দেশের সব মানুষকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।'

গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়। এবার বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন কবিতায় শিহাব সরকার, কথাসাহিত্যে জাকির তালুকদার, প্রবন্ধে শান্তনু কায়সার, গবেষণায় ভূঁইয়া ইকবাল, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্যে আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, ভ্রমণে মঈনুস সুলতান এবং শিশুসাহিত্যে খালেক বিন জয়েনউদ্দীন। প্রবাসে অবস্থানের কারণে মঈনুস সুলতান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের হাতে এক লাখ টাকার চেক, ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী মেলা পরিদর্শনে যান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক শাহিদা খাতুন।

উদ্বোধনের পরেই ভিড় : উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুধু আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা অংশ নিয়েছেন। গ্রন্থানুরাগীরা টিএসসি চত্বর, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, দোয়েল চত্বরের আশপাশে অপেক্ষায় ছিলেন। সূর্য ডোবার খানিক আগে উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে প্রধানমন্ত্রী যখন মেলা ত্যাগ করেন, তখন দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল অধীর অপেক্ষায় থাকা দর্শনার্থীদের জন্য। প্রবেশপথ খোলামাত্র জনস্রোতে মুখর হয়ে উঠেছিল মেলা প্রাঙ্গণ।

নতুন বই : মেলার প্রথম দিনে তথ্যকেন্দ্র উন্মুক্ত না হওয়ায় একাডেমির সমন্বয় ও জনসংযোগ উপবিভাগ থেকে প্রথম দিনে প্রকাশিত নতুন বইয়ের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। প্রথমা প্রকাশন প্রথম দিনেই সাতটি নতুন বই মেলায় এনেছে। বইগুলো হচ্ছে সেলিনা হোসেনের *দিনকালের কাঠখড়*, হরিশংকর জলদাসের *এখন তুমি কেমন আছ*, আনিসুল হকের *ভয়ংকর দ্বীপে বোকা গোয়েন্দা*, রফিক-উম-মুনীর চৌধুরীর *কর্নেলকে কেউ লেখে না*, বিশ্বজিৎ চৌধুরীর *বাসন্তী, তোমার পুরুষ কোথায়*, বদরুল আলম খানের *সংঘাতময় বাংলাদেশ : অতীত থেকে বর্তমান*, শাহনাজ মুন্নীর *হৃদয়ঘরের বারান্দায়*। আগামী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নতুন বই *শেখ মুজিব : আমার পিতা*। ঐতিহ্য থেকে এসেছে শারমিন আহমদের *তাজউদ্দীন আহমদ : নেতা ও পিতা*। অন্যপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আতিউর রহমানের *তব ভুবনে তব ভবনে* ও বিভাস থেকে এসেছে মজিবর রহমানের *নির্মলেন্দু গুণ : উজান তরীর মাঝি*, সাইফুজ্জামানের *মহাদেব সাহা : আনন্দ অশ্রুতেসহ* বেশ কিছু বই।